গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা

নং-৩৯.০০.০০০০.০৩৫.০৬.০১৩.১৭. ৪৭৫ তারিখ: ০২ আষাঢ় ১৪২৬/১৬ জুন ২০১৯

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৯ (সংশোধিত)

উন্নত সমৃদ্ধ বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বিগত ৪ মে ২০১৬ তারিখে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে দেশে-বিদেশে এমএস বা সমতুল্য ডিগ্রি, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা এ ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি নীতিমালার প্রয়োজন হওয়ায় সরকার এই নীতিমালা প্রণয়ন করল।

১. এই নীতিমালা 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ফেলোশিপ প্রদান সম্পর্কিত নীতিমালা-২০১৮' নামে অভিহিত হবে।

২. উদ্দেশ্যাবলী:

(১) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যোগ্য, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্বের উৎকর্ষ সাধন ও বিকাশ ঘটানো;

(২) দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য ফেলোশিপ প্রদান;

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

(৪) সর্বোপরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন।

৩. ফেলোশিপ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা:

(১) ট্রাস্টি বোর্ড একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ফেলোশিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে এবং একটি বাছাই কমিটি ও একটি এওয়ার্ড কমিটির মাধ্যমে গবেষক/ফেলো বাছাই করবে।

(২) ফেলোশিপ প্রদান কার্যক্রমের প্রশাসনিক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ট্রাস্টের ওপর ন্যস্ত থাকবে। ফেলোগণের শিক্ষা/গবেষণার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/গবেষণা সংস্থার তত্ত্বাবধানে থাকবে।

(৩) ট্রাস্ট কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিম দেশে-বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোগণের অধ্যয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করবে।

(৪) ফেলোশিপ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী/গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে প্রতি ৬(ছয়) মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন ট্রাস্টে প্রেরণ এবং প্রয়োজনবোধে উপস্থাপন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড অগ্রগতি প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক ফেলোশিপ নবায়ন অথবা অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি না হলে অথবা নিয়ম ভঙ্গ বা অসদাচরণের প্রমাণ পাওয়া গেলে ট্রাস্টি বোর্ড যে কোন সময় ফেলোশিপ বাতিল করতে পারবে।